দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ JUL 27 2006
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ইবিতে ক্লাস পরীক্ষা ছাড়া সপ্তম দিন অতিবাহিত

ভিসি বিষয়ে আশ্বাস পায়নি শিক্ষক সমিতি

ডঃ আশরাফকে নিয়োগে সচেষ্ট ২ এমপি

ইবি থেকে আলতাফ হোসেন

নতুন ভিসির দাবীতে শিক্ষক সমিতির ধর্মঘটে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা অব্যাহত রয়েছে। গতকাল (বুধবার) সপ্তম দিনের মত কোন ধরনের ক্লাস পরীক্ষা হয়নি। ক্লাস পরীক্ষা ও অচলাবস্থা নিরসনের দাবীতে গতকাল ছাত্রদল সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করেছে। এদিকে শিক্ষক সমিতির নেতারা ঢাকায় শিক্ষামন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠক শেষে ভিসি নিয়োগের ব্যাপারে দ্রুত কোন আশ্বাস না পেয়ে গতকাল ক্যাম্পাসে ফিরে এসেছেন। শিক্ষক সমিতির নেতারা ধর্মঘট প্রশ্নে অনড় রয়েছেন। জানা যায়, গত ১৯ জুলাই ভিসি নিয়োগের ২-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

ভিসি বিষয়ে আশ্বাস পায়নি

১২-এর পৃষ্ঠার পর

দাবীতে শিক্ষক সমিতি অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচী নেয়ায় ক্যাম্পাসে অচলাবস্থা চলছে। গতকাল (বুধবার) সপ্তম দিনের মত বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অচল। কোন ধরনের ক্লাস পরীক্ষা হয়নি। শ্রেণীকক্ষ তালাবদ্ধ ছিল, গতকালও অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে ক্যাম্পাস ছাড়তে দেখা গেছে। এদিকে অবিলম্বে ক্লাস পরীক্ষা চালু ও অচলাবস্থার নিরসন দাবী করে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস কর্নারে ছাত্রদল এক সংবাদ সম্মেলন করে। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন ছাত্রদলের যুগ্ম সম্পাদক কামাল হোসেন, উপস্থিত ছিলেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন বাবর ফিরোজ, ছাত্রদল নেতা ফয়েজ আহমেদ ও জাহিদুর রহমান প্রমুখ। এসময় বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে ছাত্রদল শিক্ষকদের ক্লাস পরীক্ষা বর্জনকে অনৈতিক বলে দাবী করে। তারা অচলাবস্থা নিরসনের জন্য চ্যান্সেলর, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করে।

এদিকে শিক্ষক সমিতির নেতারা শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা শেষে গতকাল ক্যাম্পাসে ফিরেছেন। শিক্ষক সমিতির নেতারা ভিসি নিয়োগের বিষয়ে দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত পাননি। শিক্ষক সমিতির সহ-সভাপতি প্রফেসর ডঃ আলীনূর রহমান জানান, নতুন ভিসি নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের কর্মসূচী চলবে। এদিকে বিভিন্ন দুর্নীতিতে অভিযুক্ত মাদ্রাসা বোর্ড থেকে শিক্ষাজীবনের একটিতে ৩য় বিভাগপ্রাপ্ত ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ডঃ আশরাফ আলীকে ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে। কুষ্টিয়ার সরকারদলীয় এমপি সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমী এবং শহীদুল ইসলাম এমপি তার পক্ষে জোর তদ্বির চালাচ্ছেন বলে জানা গেছে। প্রফেসর আশরাফ আলীর বিরুদ্ধে বয়স জালিয়াতিসহ বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করেছেন এবং ক্যাম্পাসে বিভিন্ন সময়ে ভিসি তাড়ানোয় মূলনায়ক হিসেবে তিনি পরিচিত। আশরাফ আলীকে ভিসি নিয়োগ দেয়া হলে শিক্ষক সমিতি মেনে নেবে না বলে শিক্ষক সমিতির এক নেতা জানান।